

বিদায়াতুল আবিদ ওয়া কিফায়াত আল জাহিদ

ইমাম আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আল বালি

সাওম-রোযা

[ব্র্যাকেটের লেখাগুলো এবং ফুটনোটগুলো পরিস্কার করার জন্যে এবং শাইখ আবু ইব্রাহিমের
শারহ হতে নেওয়া, বাকিটুকু মূল বইয়ের মতন]

বিষয়বস্তু

সাওম

ওয়াজিব, রোযা ভাঙ্গা এবং নিয়ত

রোযা ভাঙ্গার কারণসমূহ

কাফফারা এবং মুস্তাহাব কাজসমূহ

মুস্তাহাব রোযাসমূহ

ইতিকাফ

সাওম

সাওম হচ্ছে নিয়ত সহকারে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কিছু জিনিস/কাজ হতে বিরত থাকা।

[নতুন মাসের] চাঁদ দেখার মাধ্যমে রমাযানের রোযা ফরয হয়। যদি পরিস্কার রাতের আকাশে ত্রিশ শাবানে চাঁদ দেখা না যায়¹, রোযা শুরু হবে না। তবে যদি, চাঁদ উঠার স্থান মেঘ, ধূলাবালি দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে রমাযানের নিয়তে রোযা রাখা ফরয-ধারণাকৃত সতর্কতাস্বরূপ নিয়ম হিসেবে- যেটা যথেষ্ট হবে যদি [ঐ দিন রমাজানের বলে] প্রকাশ পায়²। শাবানের দিন হিসেবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এই দিনে সাওম, তারাবি এবং শারীরিক মিলনের কারণে ফরয কাফফারা ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে। অন্যান্য মাস'আলা যেমন তালাক এবং দাসমুক্ত করার [মত] মাস'আলাগুলো প্রযোজ্য হবে না³। দিনের বেলায় দেখা চাঁদ পরবর্তী রাতের জন্যে প্রযোজ্য হবে⁴।

¹ অর্থাৎ চোখ দ্বারা দেখতে হবে, অ্যাসট্রোনোমিক্যাল ক্যালকুলেশন দ্বারা চাঁদের স্থান যাচাই করলে চলবে না।

² অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় এইদিন রমজানের হতেও পারে, নাও হতে পারে। সতর্কতাবশত এদিন রমজানের নিয়তে রোযা রাখতে হবে এবং পরে যদি বোঝা যায় যে এটি রমজানেরই অংশ ছিল [যেমন, আটাশ রমজানের পর ঈদের চাঁদ দেখা], তাহলে এই রোযাই যথেষ্ট হবে এবং কাযা করা আর প্রয়োজন হবে না।

³ উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি রমজানের প্রথমদিনে তালাক বা দাস-মুক্ত হবে বলে মনস্থির করে, এই সন্দেহপূর্ণ প্রথমদিনে সেই মাস'আলা খাটবে না, কেননা এই ধরনের মাস'আলাগুলো নিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করে।

⁴ অর্থাৎ দিনের বেলায় চাঁদ দেখা গেলে সেটা আগের দিনের কিনা ভেবে চিন্তিত হবার দরকার নেই, বরং ঐ দিন শেষ হয়ে রাতের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

যদি চাঁদ দেখতে পাওয়া কোন এলাকায় নিশ্চিত হয়, তাহলে [পৃথিবীর বাকি] সকলের জন্যে রোযা রাখা ফরয হবে। যদি এটি দিনের বেলায় নিশ্চিত হয়, তাহলে ঐ দিন [এর বাকি অংশ] রোযারত থাকতে হবে এবং পরবর্তীতে এই রোযার কাযা আদায় করে নিতে হবে⁵। চাঁদ দেখার [ব্যাপারে] শারহীভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন⁶ এবং নিষ্ঠাবান⁷ একজন মানুষের হতে [সাক্ষ্য] গ্রহণযোগ্য হবে⁸, এমনকি কোন দাস কিংবা নারী হতে হলেও, অথবা শাহাদাহর শব্দাবলি ব্যতীত দিলেও⁹। [চাঁদ দেখা] শুধু শাসকের উপর সীমাবদ্ধ নয় এবং বাকি সব নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য¹⁰।

যে শাওয়ালের চাঁদ একা দেখে, সে রোযা ভাঙবে না¹¹; কিন্তু যদি সে রোযার চাঁদ একা দেখে এবং তার সাক্ষি গ্রহণ না করা হয়, [তাহলেও] তাকে রোযা রাখতে হবে [এবং] রমজানের সকল নিয়মকানুন [তাঁর জন্যে] প্রযোজ্য হবে, তালাক এবং দাসমুক্ত-[ইত্যাদি]এর [মাসআলাও]।

⁵ অনুরূপভাবে, কেউ যদি মুসাফির অবস্থায় রোযা ভেঙ্গে রোযার দিনের বেলায় ইফতারের পূর্বে সফর শেষ করে বাড়ি পৌঁছে, তাহলে তাকে বাকি অংশ রোযারত থাকতে হবে এবং পরবর্তীতে কাযা আদায় করে নিতে হবে। কোন মহিলার দিনের বেলায় মাসিক শেষ হলে তার ক্ষেত্রেও অনুরূপ মাসআলা প্রযোজ্য।

⁶ তাদেরকে আকল বা বুদ্ধিসম্পন্ন, বালিগ এবং মানসিক ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে।

⁷ অর্থাৎ ফাসিক না এমন মানুষ।

⁸ এটি শুধু রমাদান মাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্যান্য মাসের ক্ষেত্রে দুটো সাক্ষ্য প্রয়োজন।

⁹ অর্থাৎ এজন্যে কাজির কাছে গিয়ে, কসম কেটে বলার প্রয়োজন নেই।

¹⁰ অর্থাৎ এটি শুধু শাসক বা সরকারের দায়বদ্ধতা নয়, তাঁরা যদি ভুল করে, এবং অন্য কারও হতে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহলে রোযা রাখা ফরয হবে।

¹¹ অর্থাৎ সে পরেরদিন ঈদ পালন করবে না, কেননা শাওয়ালের চাঁদের জন্যে দুজনের সাক্ষি প্রয়োজন।

ওয়াজিব, রোযা ভাঙ্গা এবং নিয়ত

প্রত্যেক শারহীভাবে যোগ্য [মানসিক ভারসাম্যপূর্ণ, বালিগ, আকল ইত্যাদি] এবং সক্ষম মুসলিমের জন্যে রোযা ফরয। তবে সকল অভিভাবকের জন্যে সক্ষম অল্পবয়সীদের [অর্থাৎ বালিগ না] রোযা রাখতে আদেশ করা এবং [প্রয়োজনে] এজন্যে প্রহার করা প্রয়োজন¹², যাতে তাঁরা এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। যারা বার্ষিক্যজনিত কারণে অথবা প্রান্তিক রোগের কারণে অক্ষম, তাঁরা রোযা ভাঙবে এবং একজন গরিব মানুষকে সেই পরিমাণ¹³ খাওয়াবে, যা প্রত্যেকদিনের জন্যে কাফফারা হিসেবে যথেষ্ট।

যেসকল সফরে সালাত কসর করা জায়েজ, সেরূপ সফরে রোযা ভাঙ্গা মুস্তাহাব এবং রাখা মাকরুহ- এমনকি [রোযা রাখায়] কাঠিন্য না থাকলেও। অন্তঃসত্ত্বা এবং দুগ্ধদানকারী নারীদের জন্যে রোজা রাখা মাকরুহ, যদি তাঁরা [এতে] নিজেদের জন্যে কিংবা সন্তানের জন্যে ভয় করে। তাঁরা যে রোজা ভাঙবে সেটির কাজা করে নিতে হবে এবং দুগ্ধদানকারী-র জন্যে এর [কাযা] সাথে প্রত্যেকদিন [রোযা ভাঙ্গার] জন্যে একজন করে গরিব মানুষকে খাওয়াতে হবে¹⁴।

কোন মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্যে রোযা ভাঙ্গা প্রয়োজন হলে তা করা ফরয, উদাহরণস্বরূপঃ ডুবন্ত কাউকে [রক্ষা করা] ইত্যাদি। প্রত্যেক ফরয রোযার জন্যে রাতের বেলা নির্দিষ্ট নিয়ত করতে হবে¹⁵, এমনকি রোযার বিপরীত কিছু করা হলেও¹⁶, তবে কেবল ওয়াজিবের নিয়ত নয়¹⁷।

¹² সালাতের ক্ষেত্রে ৭ বছর থেকে আদেশ এবং ১০ বছর হতে প্রহার করার কথা বলা হয়েছে। রোযা রাখার ক্ষেত্রেও তাই ১০ বছর হবার পর প্রয়োজন হলে প্রহার করা শ্রেয়।

¹³ এক মুদ গম বা অন্য খাবার দুই মুদ পরিমাণ।

¹⁴ যদি শুধুমাত্র শিশুর জন্যে ভয় করে রোযা ভাঙ্গা হলে এই নিয়ম বর্তাবে।

¹⁵ অর্থাৎ রমাদানের শুরুতে একবার নিয়ত করে নিলেই চলবে না বরং প্রত্যেক রোযার জন্যে আলাদা আলাদা নিয়ত জরুরি। নিয়ত বলতে কিছু মুখে উচ্চারণ করা অপরিহার্য নয়, কেউ যদি রাতের বেলা দৃঢ়সিদ্ধান্ত নেয় আগামী রোযা সে রাখবে, এটিই যথেষ্ট ইনশা আল্লাহ।

¹⁶ অর্থাৎ রাতে নিয়তের পর রোযার বিপরীত বা পরিপন্থি কাজ, যেমন খাওয়া, স্ত্রীর সাথে মেশা ইত্যাদি ফজরের আগে করলে সমস্যা নেই।

¹⁷ মানে হচ্ছে শুধু ফরয রোযার নিয়ত করলে চলবে না, রমাদানের ফরয রোযার নিয়ত হতে হবে।

দিনের বেলাতে [যেকোনো সময়ে, সেটা যুহরের শুরু পর হলেও] নিয়ত করলেও নফল রোযা গ্রহণযোগ্য, যদি না এর পূর্বে [ফজরের শুরু হতে] রোযা ভাঙ্গার মত কিছু না করা হয়। এটি শারই সাওম হিসেবে গণ্য হবে এবং এর শুরুর সময় থেকে সওয়াব পাওয়া যাবে।

কেউ যদি দৃঢ়সিদ্ধান্ত নেয় যে সে আগামিকাল রোযা রাখবে, তাহলে তাঁর নিয়ত হয়ে যাবে¹⁸- ঠিক যেমন রোযার নিয়তে খাওয়া এবং পান করার ব্যাপারটি [সেহরি]¹⁹।

¹⁸ অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই।

¹⁹ অর্থাৎ স্পেসিফিক্যালি সাওমের নিয়তেই সেহরি খাওয়া হয়, তাই এতে নিয়ত হয়ে যাবে।

রোযা ভাঙ্গার কারণসমূহ

যারা ক্রমাগতভাবে নিচের কাজগুলো করার সিদ্ধান্ত নেবে, তাদের রোযা ভেঙ্গে যাবে-

- ১। খাওয়া
- ২। পান করা
- ৩। কাজল (যেমন, কোহল) ব্যবহার করা²⁰
- ৪। নিজের ভেতরে কিছু প্রবেশ করানো²¹।
- ৫। গলায় চিবিয়ে গামের²² স্বাদ নেওয়া।
- ৬। যে কফ মুখে পৌঁছে²³ তা গিলে ফেলা।
- ৭। বমিতে প্রণোদিত করা²⁴।
- ৮। বারবার দৃষ্টি দেওয়া অথবা মৈথুন করতে থাকা যার ফলে বীর্যপাত²⁵ হয়।
- ৯। চুম্বন করা, স্পর্শ করা অথবা অন্তরঙ্গ কাজ করা যার ফলে মযী²⁶ বা বীর্য বের হয়।
- ১০। হিজামা করা বা করানো- যাতে রক্ত বের হয়²⁷।

²⁰ কেননা এগুলো চোখ দিয়ে গলা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে, যেমন মাঝে মাঝে এগুলোর স্বাদ পাওয়া যায়। শারহ আল মুত্তাহায় আছে যে, কান দিয়েও যদি কেউ কোন ড্রপ বা কিছু প্রবেশ করায়, তাতে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

²¹ কোন উন্মুক্ত গহবর যা পাকস্থলি পর্যন্ত পৌঁছে, সেখান দিয়ে কিছু প্রবেশ করানো, হোক সেটা পুষ্টিকর কিংবা অস্বাভাবিক কিছু।

²² এখানে ট্র্যাডিশনাল গামের কথা বলা হচ্ছে, যেটা বর্তমান গামের তুলনায় স্বাদবিহীন বলা চলে। এরকম গাম চিবিয়ে যদি স্বাদ নেওয়া বা পাওয়া যায়, রোযা ভেঙ্গে যাবে কেননা সেটা পেটে পৌঁছে যায়। আধুনিক গামের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি আরও শক্তভাবে প্রযোজ্য কেননা আধুনিক গামে আরও অনেক শক্ত ফ্লেভার থাকে।

²³ মুখ হচ্ছে মানুষের বাহিরের অংশ হিসেবে বিবেচ্য। তাই মুখে কফ বুক কিংবা অন্যথান থেকে আসুক, ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, সেটা গিলে ফেলা যাবে না।

²⁴ অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে হওয়া বমি নয়, নিজে প্রণোদিত করা।

²⁵ নারী এবং পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে।

²⁶ নারী এবং পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

²⁷ মাযহাব অনুসারে হিজামার কারণে রোযা ভাঙ্গার কারণটি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক এবং এর মধ্যেই সীমিত। অর্থাৎ যুক্তি খাটিয়ে অন্য অনুরূপ কিছু ক্ষেত্রে এই মাসআলা প্রয়োগ করা যাবে না।

নিম্নোক্ত কারণসমূহে রোযা ভাঙ্গে না-

- ১। রক্তমোক্ষণ করা²⁸ অথবা ত্বকে কর্তন²⁹ করা।
- ২। চিন্তার মাধ্যমে বীর্যপাত হওয়া।
- ৩। রোযা ভাঙ্গার কোন কাজ ভুলে অথবা বাধ্য হয়ে করা।
- ৪। মুখ এবং নাক পরিস্কার করতে পানি প্রবেশ করানো- এমনকি সেটা অতিরিক্ত কিংবা তিনবারের বেশি হলেও³⁰।
- ৫। অনিচ্ছাবশত কোন মাছি বা ধুলাবালি প্রবেশ করলে।
- ৬। মুখে জমাকৃত থুথু গিলে ফেলা।

²⁸ অর্থাৎ ইঞ্জেকশন বা অনুরূপ কিছু মাধ্যমে রক্ত নেওয়া।

²⁹ অর্থাৎ ছোটখাট কোন কাটা, উদাহরণস্বরূপ যেটা নখ দিয়ে সম্ভব, যদি না বিশেষ মেডিসিন প্রয়োগ করা হয় ইত্যাদি।

³⁰ অর্থাৎ রোযার মধ্যে পানি বেশি গভীরে পৌঁছাতে না করা হয়েছে। আর তিনবারের বেশি করা সাধারণভাবেই মাকরুহ। এরপরও যদি কেউ করে, এবং সে কারণে অনিচ্ছাবশত তা ভেতরে চলে যায়, রোযা ভাঙবে না।

কাফফারা এবং মুস্তাহাব কাজসমূহ

যে রোযারত অবস্থায় দিনের বেলায় সঙ্গম করে [সামনের পথ দিয়ে অথবা পেছনের পথ দিয়ে]- এমনকি সেটা মৃতের সাথে অথবা পশুর সাথে হলেও- সেটা চাপের মুখে পড়ে কিংবা ভুলে গিয়ে করলেও³¹, তাঁর জন্যে সে রোযার কাজা করা এবং কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব। মাস'আলা একই হবে তাদের জন্যেও, যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়েছে [প্যাসিভলি], যদি না তাঁরা সেটা না জেনে কিংবা ভুলে গিয়ে করে। যে [রোযারত অবস্থায়] একদিনে সঙ্গম করে এবং পরে আবারও আরেকদিনে সঙ্গম করে, এবং [কোনোটাই] কাফফারা দেয়নি, তাঁর জন্যে দ্বিতীয় [অর্থাৎ দু'বার] কাফফারা দিতে হবে, যেমনটি খাটে যে একদিনে কাফফারা দেবার পর আবার [ঐদিনেই এই কাজের] পুনরাবৃত্তি করে- তাঁর ক্ষেত্রে³²। শুধুমাত্র রমযানের দিনে [পুরুষ-পুরুষ অথবা পুরুষ-নারী] সঙ্গম করা কিংবা নারী-নারী যৌনক্রিয়ায় বীর্যপাত করা হলে কাফফারা হবে কোন দাস মুক্ত করে দেওয়া। যদি তা না থাকে, তাহলে কাফফারা হচ্ছে দুই মাস টানা রোযা রাখা, তা সম্ভব না হলে ৬০ জন গরিব মানুষকে খাওয়ানো। যদি তা না থাকে, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে- যেটা হজ, জিহার কিংবা শপথের কাফফারার ক্ষেত্রে খাটে না।

রোযা দ্রুত ভাঙ্গা, রোযা ভাঙ্গার সময় যা [দুআ] বলার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে³³ তা বলা এবং সেহরিতে দেরি করা মুস্তাহাব³⁴।

³¹ অথবা না-জেনে করলেও

³² অর্থাৎ সহজে, কেউ যদি-

১। একইদিনে সঙ্গমের পর কাফফারা দিয়ে ঐদিনে আবার সঙ্গম করে, সে দ্বিতীয় কাফফারা দেবে।

২। একইদিনে সঙ্গমের পর কাফফারা না দিয়েই ঐদিনে আবার সঙ্গম করে, সে একবার কাফফারা দেবে।

৩। একদিনে সঙ্গমের পর কাফফারা দিয়ে অথবা না দিয়ে পরের দিনে আবার সঙ্গম করে, সে দুটো কাফফারা দেবে।

³³ যেমনঃ আল্লাহুমা লাকা সুমতু ওয়া আলা রিয়কিকা আফারতু।

³⁴ রোযা দ্রুত ভাঙ্গা এবং সেহরি দেরিতে করার ক্ষেত্রে অবশ্য নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যাতে এরূপ করতে গিয়ে কেউ আবার সূর্যাস্তের পূর্বেই রোযা ভেঙ্গে না ফেলে অথবা ফজরের আযানের সময়ও সেহরি খেতে না থাকে।

যার রমাদান ছুটে যায়, তাঁর জন্যে কাযা করে নেওয়া ওয়াজিব। সেটা দ্রুত করা মুস্তাহাব, তবে যখন [পরের রমাদানের আগের] শাবান মাসে কাযা করার একইসংখ্যক [ছুটে যাওয়া সংখ্যক] দিন বাকি থাকে³⁵, তাহলে সেটা ওয়াজিব হবে।

রমাদানের রোযা কাযা বাকি থাকলে নফল রোযা রাখতে শুরু করা জায়েজ নয়। কোন রোযা ওয়াজিব বা কাযা রোযার নিয়তে [শুরু করা] এবং এরপর তাকে মুস্তাহাব রোযায় পরিণত করা গ্রহণযোগ্য। ওজর ব্যতীত পরবর্তী রমাদান পর্যন্ত রোযার কাযা করতে দেরি করা হারাম³⁶। যদি তা করা হয়, তাহলে প্রত্যেকটি দিনের জন্যে একজন গরিব মানুষকে খাওয়ানো ওয়াজিব। যদি এরকম অবহেলাকারী মারা যায়, তাহলে তাদের সম্পদ থেকে খাবার দেওয়া ওয়াজিব [এমনকি পরের রমাদানের আগে হলেও]; তাদের পক্ষ হয়ে রোযা রাখা গ্রহণযোগ্য নয়।

³⁵ অর্থাৎ ধরা যাক, কারও ৫টি রোযা কাযা আছে। সে কাযা করতে দেরি করতে করতে আগামী বছরের শাবান মাসের শেষের দিকে চলে এল, এখন শাবানের আর ৫দিনই বাকি, এরপর আরেক রমযান শুরু হবে। এমতাবস্থায় ঐ ৫ দিন কাযা করা ওয়াজিব কেননা এক রমযানের কাযা পরের রমযানের আগেই করে নেওয়া ওয়াজিব।

³⁶ অর্থাৎ যে রূপে একটু আগে বলা হল- এক রমযানের কাযা পরের রমযানের আগেই করে নেওয়া ওয়াজিব।

মুস্তাহাব রোয়াসমূহ

নফল রোয়া মুস্তাহাব; যার সর্বোত্তম-গুলো হচ্ছে- একদিন পর পর রাখা, মাসের তিন দিন³⁷-
শ্বেতদিন অর্থাৎ ১৩, ১৪ এবং ১৫ হচ্ছে সর্বোত্তম, বৃহস্পতিবার এবং সোমবার, শাওয়ালের
ছয়দিন³⁸, মুহাররাম³⁹ [মাসে রোয়া⁴⁰], এবং জিলহজের দশদিন⁴¹।

নিম্নোক্ত [দিন/মাস] রোয়া রাখার জন্যে আলাদা করা মাকরুহ- রজব⁴², শুক্রবার, শনিবার,
সন্দেহের দিন- অর্থাৎ শাবানের ৩০তম দিন⁴³, নওরোজ এবং মাহরাজান⁴⁴, কাফিরদের সকল
পবিত্র দিন, সম্মানের জন্যে যেকোনো দিন আলাদা করা, এবং রমজানের এক-দুইদিন আগে রোয়া
রাখা- যদি না এগুলোর কোন একটি অভ্যাসগত রোয়ার সাথে মিলে যায়।

³⁷ যেকোনো তিনদিন হতে পারে মাসের, তাতে ফযিলত পাওয়া যাবে, তবে সর্বোত্তম হচ্ছে ১৩,১৪,১৫। হাদিসে এসেছে মাসে
তিনদিন রোয়া রাখলে পুরো বছর রোয়ার সওয়াব পাওয়া যায়, অর্থাৎ মাসে তিনদিন রোয়া রাখলে তা দশগুণ হয়ে পুরো
মাসের সওয়াব পাওয়া যাবে এবং কেউ এভাবে বারো মাসে চালিয়ে গেলে পুরো বছরের সওয়াব পাবে।

³⁸ রমযানের ৩০ রোয়ার সাথে এই ছয় রোয়া রাখলে সারাবছর রোয়ার সওয়াব পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ্, হাদিসে যেমন্তি
এসেছে। এগুলো টানা রাখা উত্তম, তবে অপরিহার্য নয়। রমজানের রোয়া কাজা থাকলে আগে সেটা পূরণ করে তারপর এই
রোয়া শুরু করতে হবে।

³⁹ মুহাররামকে আল্লাহ্‌র মাস বলা হয়।

⁴⁰ এই মাসের দশমদিন জোরপ্রদানকৃত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন এই দিনে রোয়া পুরো বছরের
কাফফারা। এরপর এই মাসের নবমদিনে রোয়াও জোরপ্রদানকৃত, আর সাধারণভাবে পুরো মাসেরই ফযিলত আছে।

⁴¹ এই দশদিনের দশমদিন হচ্ছে ঈদের দিন, এটি বাদে বাকি নয়দিনে মূলত রোয়ার কথা বলা হচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে
জোরপ্রদানকৃত হচ্ছে আরাফার দিন। এই রোয়া আগের এবং পরের বছরের জন্যে কাফফারা, কাফফারা বলতে কবির
গুনাহর কাফফারা নয়, বরং সগিরা বা ছোট গুনাহর।

⁴² এখানে রজব বলতে পুরো রজব মাস রোয়া রাখার জন্যে আলাদা করা। অর্থাৎ কেউ যদি পুরো রজব রোয়া না থাকে,
সেটা মাকরুহ হবে না।

⁴³ যদি আবহাওয়া ভাল থাকে এবং মেঘ বা অন্যকিছু দ্বারা চাঁদ দেখতে পাওয়া বাধাপ্রাপ্ত হবার মতো না হয়। যদি হয়,
তাহলে মাযহাব অনুসারে এইদিন রোয়া রাখতে হবে।

⁴⁴ এগুলো অমুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী বিশেষ দিন ছিল।

তাশরিকের⁴⁵ দিনে রোযা রাখা গ্রহণযোগ্য নয় যদি না সেটা মুতাহ অথবা কিরান হজের কুরবানির জন্যে⁴⁶ করা হয়। ঈদের দিনের একেবারে কোনো ধরনেরই রোযা না- এটি হারাম। যে কোন নফল রোযা শুরু করে, তাঁর জন্যে সেটা পূর্ণ করা [শেষ করা] মুস্তাহাব, তবে ওয়াজিব নয়। যদি এটি ভেঙ্গে যায়/বাতিল হয়ে যায়, তাহলে সেটি পুনরায় কাযা করার প্রয়োজন নেই। কোন ওয়াজিব কাজ [পূর্ণ] করা পুরোপুরি ওয়াজিব, সেটির সময়সীমা অনেক দীর্ঘ হলেও- উদাহরণস্বরূপ সালাত, রমাদানের রোযা, শপথ এবং কাফফারা। যদি এটি বাতিল হয়ে যায়, তাহলে [শুধু কাযা করলেই চলবে] কোন অতিরিক্ত কিছু করার প্রয়োজন নেই, কাফফারাও প্রয়োজন নেই।

শুক্রবার হচ্ছে সর্বোত্তম দিন⁴⁷ এবং সর্বোত্তম রাত হচ্ছে লাইলাতুল কদর- যেটি রমাদানের শেষ দশ রাতে তালাশ করা হয়ে, বিশেষ করে বেজোড় রাত্রিগুলোতে, যার মধ্যে সাতাশের রাত হচ্ছে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক। এগুলোতে প্রচুর পরিমাণ দু'আ করা উচিত, বলে- “হে আল্লাহ্‌ তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালবাসো, তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও।”

⁴⁵ জিলহজের ১১, ১২, ১৩।

⁴⁶ অর্থাৎ যদি কুরবানির পশু না থাকে, মুতাহ বা কিরান হজে, সেক্ষেত্রে এই দিনগুলোয় রোযা প্রযোজ্য হবে।

⁴⁷ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন যে শুক্রবার সপ্তাহের সর্বোত্তম দিন- এই ব্যাপারে তিনি ইজমা উল্লেখ করেছেন। আর বছরের সর্বোত্তম দিন ইয়াম-আন-নাহর। এটি তাঁর দাদা আল মাজদ হাসলি [র]-ও উল্লেখ করেছেন।

ইতিকাফ

ইতিকাফ⁴⁸ সবসময়ের জন্যে মুস্তাহাব, বিশেষ করে রমাদান মাসে- এর শেষ দশদিনে আরও বেশি জোরালোভাবে⁴⁹। কোনো মানতের কারণে এটি ওয়াজিব হয়। এর পূর্বশর্তগুলো হচ্ছে- নিয়ত, ইসলাম, মানসিক ভারসাম্যতা, বুদ্ধি-বিবেচনার ক্ষমতা, এবং যা গোসল ফরয করে এমন কিছুর অনুপস্থিতি। তাছাড়াও, এটি অবশ্যই এমন কোন মসজিদে হতে হবে, যে মসজিদে তাদের জন্যে জামাআতে সালাত হয়, যাদের জামাআতে শরীক হওয়া বাঞ্ছনীয়। মসজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এর বর্ধিত অংশ, এর ছাদ, বেড়া দেওয়া আঙ্গিনা এবং এর মিনারসমূহ⁵⁰।

যে কোনো মসজিদে ইতিকাফ অথবা সালাত আদায়ের ব্যাপারে মানত করে, তাঁর জন্যে অন্য মসজিদে সেটা করা জায়েজ। যদি সে [তিনটির] একটিতে করার ব্যাপারে মানত করে, তাদের জন্যে সেটিতে আদায় করা অথবা তাঁর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কোনটিতে আদায় করা জায়েজ⁵¹। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে- মসজিদুল হারাম, এরপর মসজিদে নববি এবং তারপর মসজিদুল আকসা।

⁴⁸ ইতিকাফ কিছু সময়ের জন্যে দিনের বেলা বা রাতের বেলা কিছু নিয়মমাফিক মসজিদে আধ্যাত্মিক অবস্থান করা। এমনকি সেটা হতে পারে ঘণ্টাখানেকের মত। অর্থাৎ কেউ যদি এমনি মসজিদের এক দরজা দিয়ে ঢুকে আরেক দরজা দিয়ে বের হয়ে যায় অথবা কেবল মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করে বের হয়ে আসে তাহলে তা ইতিকাফ হিসেবে গণ্য হবে না।

⁴⁹ রোযা না থাকলেও ইতিকাফ বৈধ।

⁵⁰ যদি মিনার মসজিদের ভেতরে হয়, অথবা মিনারের দরজা মসজিদের ভেতরে হয়।

⁵¹ অর্থাৎ মসজিদুল আকসায় মানত করলে সেটা মসজিদে নববিত্তে করা জায়েজ, কিন্তু উল্টোটা নয়।

যে কোনো মানতের কারণে অবিরত ইতিকার⁵² করতে থাকে, সে অপরিহার্য কারণ ব্যতীত এটি ত্যাগ করবে না⁵³। তাঁরা অসুস্থকে দেখতে যাবে না অথবা জানাযায় যাবে না যদি না তা [মানত-এ] উল্লেখ করা থাকে।

নিম্নোক্ত কাজগুলো দ্বারা এটি বাতিল হয়ে যায়-

- ওজর ব্যতীত মসজিদ ত্যাগ করা,
- ত্যাগ করার ব্যাপারে নিয়ত করা [এমনকি বাস্তবে সেটা না করলেও],
- শারীরিক সঙ্গম,
- অন্তরঙ্গ কার্যকলাপের মাধ্যমে বীর্যপাত,
- ইরতিদা
- মাতাল হওয়া।

যেখানে-ই ইতিকার বাতিল হোক, অবিরত তবে সময়নির্দিষ্ট নয়⁵⁴- এমন ইতিকার কোন কাফফারা ব্যতীত আবারও শুরু করা ওয়াজিব; আর যেটি সময়নির্দিষ্ট⁵⁵, সেটি আবারও কাফফারাসহ শুরু করা ওয়াজিব- মানত ভাঙ্গা এবং [নির্দিষ্ট সময়ের] বিন্যাস হারিয়ে ফেলার কারণে।

নিম্নোক্ত কারণে মসজিদ ছাড়ার কারণে ইতিকার ভাঙ্গে না-

- টয়লেটে যাবার কারণে
- খাবার আনতে

⁵² অবিরত ইতিকার বলতে কেউ যদি টানা দশদিন ইতিকারে বসার মানত করে, উদাহরণস্বরূপ- রমাদানের শেষ দশদিন ইতিকার করার মানত। কেউ যদি রমাদানের শেষ দশদিন ইতিকারে বসার নিয়ত করে কিন্তু রমাদান ২৯ রোযায় শেষ হয়ে যায়, এক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ হয়ে যাবে এবং আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সে যদি এমনি সাধারণভাবে টানা দশদিন ইতিকারের নিয়ত করে, আর সেটা রমাদানের শেষ দশ দিনের মধ্যে পড়ে যায়- এমতাবস্থায় রমাদান ২৯ দিনে শেষ হলে তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ হবে না।

⁵³ অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ- তাঁর খাওয়া কিংবা গোসল করা যদি প্রয়োজন হয় ইত্যাদি, সে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করে দেরি না করে ফিরে আসবে।

⁵⁴ অর্থাৎ সাধারণভাবে দশদিনের ইতিকারের নিয়ত, কোন বিশেষ মাস বা সময়কে সম্পৃক্ত না করে।

⁵⁵ যেমন, রমাদানের শেষ দশদিনে ইতিকারের মানত।

- জুমুআর সালাতে অংশ নিতে⁵⁶
- কোন ওয়াজিব তাহরাহ অর্জন করতে ইত্যাদি।

এই সময়ে নেক কাজে ব্যস্ত থাকা এবং চিন্তার কারণ নয় এমন জিনিস ত্যাগ করা মুস্তাহাব।
কথার পরিবর্তে কুর'আন ব্যবহার করা হারাম⁵⁷। মসজিদে প্রবেশের সময়, যতটুকু সময় সেখানে
থাকা হবে তাঁর জন্যে ইতিকারের নিয়ত করা উচিত।

Translated & compiled by F. Khan

⁵⁶ কিছু কিছু মসজিদে জুমুআর সালাত হয় না, এক্ষেত্রে ইতিকারত ব্যক্তির দায়িত্ব যেখানে জুমুআ আদায় হয় সেখানে গিয়ে আদায় করে আসা।

⁵⁷ অর্থাৎ কেউ যদি ইতিকারত অবস্থায় কথা বলতে না চেয়ে কোন প্রশ্নের উত্তর কুর'আনের আয়াত দিয়ে দেয়- এরূপ করা হারাম।